বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১২-২০১৩)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mohfw.gov.bd

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সম্পাদনা পরিষদ

বেগম মাহমুদা আকতার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

ডাঃ মোঃ সাজেদুল হাসান
যুগ্ম-সচিব (নির্মাণ)

এ. কে. এম. মুখলেছুর রহমান
উপ সচিব (প্রশাসন-২)

ফাতেমা রহিম ভীনা
উপ সচিব (প্রশাসন-৪)

বেগম নুসরাত আইরিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫)

আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

প্রকাশকাল ঃ
ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ ঃ এস. এম. আলমগীর হোসাইন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

কম্পিউটার সহায়তা ঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, কম্পিউটার সেল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ঃ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর কোন বিকল্প নাই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের আপামর জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ আন্তরিক প্রচেষ্টা বিগত প্রায় ৫ (পাঁচ) বছরে নি:সন্দেহে উল্লেখযোগ্য মাত্রা অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২ (বাইশ) কোটি সেবাগ্রহীতাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে যা অভূতপূর্ব। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-স্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবাকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন আইন বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংস্কার করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসকল কর্মপ্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ অর্জন তথা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারের অঙ্গীকার বিস্তারিতভাবে সকলের জানা প্রয়োজন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

আমি এ প্রতিবেদন তৈরীর সাথে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(এম, এম, নিয়াজউদ্দিন)
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার লাভে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য জানার সুযোগও তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে স্বাস্থ্য খাত একটি। বিগত কয়েক বছরে এ খাতে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রসার, মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রভৃতি স্বাস্থ্য খাতে সফল ব্যবস্থাপনার চিত্র। আন্তর্জাতিকভাবেও স্বাস্থ্য খাতের এ সফলতার স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন সূচকের উন্নতি হলেও এখন রয়েছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মত একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করে যাচ্ছে। তাই সরকারের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে জনগণের অবহিত থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এমডিজি ৪ ও এমডিজি ৫ এবং ভিশন ২০১১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আরও কাজ করে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রণীত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে বলে মনে করি। স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে জনগণ আরও সচেতন হবে।

এ প্রতিবেদনটি প্রকাশে সম্পাদনা কমিটি এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে ধন্যবাদ জানাই।

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন একই সাথে জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ গুণগত ও মাত্রাগত অর্জন দৃশ্যমান হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার আধুনিক সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে রাজধানীমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নাগরিককেন্দ্রিক এবং টেকসই একটি সুষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করে চলছে। বাংলাদেশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের সাথে সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশনের প্রসার ঘটেছে এবং সূচনা করেছে এক নতুন অধ্যায়। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় যে সনাতন রূপ ছিল ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দ্রুত সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সংস্কার ঘটেছে। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও সেবা সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে নিরন্তর।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সংস্কার সাধনের বহুবিধ এবং সমন্বিত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রভূত সাফল্য এবং দেশব্যাপী স্বাস্থ্যখাতের সুষম উন্নয়ন বিশ্বমানচিত্রে লাভ করেছে এক গৌরবময় পরিচিতি। ২০১২-১৩ অর্থ বছর ছিল একটি সফল কর্মবছর।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-iv
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১-৬৯
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭০-৭৮
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৭৯-৮০
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮১-৮২
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৩-৮৪
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৫-৮৯
গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)	৯০
সেবা পরিদপ্তর	৯১-৯৩
ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৪-৯৫
যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা (টেমো)	৯৬
নবনির্মিত উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯৭-১০০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তালিকা	১০১-১০৫